দৈনিক খবর

তারিখ ... 2.3..SEP 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ ... কলাম ..।.. ...

একনজরে সউদী আরব

১।	সরকারী নাম	ঃ কিংডম অফ সউদী আরাবিয়া
২।	রাজধানী	ঃ রিয়াদ
৩।	রাষ্ট্রপ্রধান	ঃ পবিত্র মসজিদদ্বয়ের খাদেম বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজিজ।
৪।	আয়তন	ঃ নয় লক্ষ বর্গমাইল।
৫।	জনসংখ্যা	ঃ ১ কোটি ২০ লাখ
৬।	আবহাওয়া	ঃ তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠানামা করে। অনিয়মিত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ, শুষ্ক এবং দীর্ঘ। রাতে লক্ষণীয়ভাবে তাপমাত্রা হ্রাস পায়।
৭।	শিক্ষা	ঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়- ৭টি, কলেজ- ১০৫টি, বিদ্যালয়- ১৫ হাজার। সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা- ২০ লাখ ৪৭ হাজার। শিক্ষকের সংখ্যা- ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪১৪ জন।

৫-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮

একনজরে সৌদী আরব

৩-এর পাতার পর

৮।	স্বাস্থ্য	ঃ সকল নাগরিকের জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধা। হাসপাতালের সংখ্যা- ১৫৫টি, শয্যা সংখ্যা- ২৮ হাজার ২৯৬, চিকিৎসক- ১৫ হাজার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র- ২ হাজার ৫৬টি।
৯।	অর্থনীতি	ঃ অবাধ অর্থনীতি। সরকার বেসরকারী উদ্যোগে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ এক হাজার বিলিয়ন সউদী রিয়াল।
১০।	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	ঃ চতুর্থ উন্নয়ন পরিকল্পনাকালে (১৯৮৫-৯০) প্রবৃদ্ধির অনুমিত হার ৪ শতাংশ।
১১।	মোট জাতীয় উৎপাদন	ঃ ১৯৯০ সাল নাগাদ মোট জাতীয় উৎপাদন ৩৫৪.৯ বিলিয়ন সউদী রিয়াল হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।
১২।	মাথাপিছু আয়	ঃ ৩৫ হাজার সউদী রিয়াল (আনুমানিক ৯ হাজার ৫শ' মার্কিন ডলার)।
১৩।	শিল্প	ঃ ৭০ বিলিয়ন সউদী রিয়াল ব্যয়ে ২ হাজার শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সউদী শিল্প উন্নয়ন তহবিল ১৯৮৭ সাল নাগাদ ১৪,৪০৩ মিলিয়ন সউদী রিয়াল ঋণ প্রদান করেছে।
১৪।	কৃষি	ঃ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪৫ লাখ হেক্টর। চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ-৬ লাখ হেক্টর। চারণভূমির পরিমাণ ৪ কোটি ৮০ লাখ হেক্টর। প্রধান ফসলসমূহ— খেজুর, গম, ডাল, ফল, আলু, শাকসব্জি।
১৫।	খনিজ সম্পদ	ঃ তেল, গ্যাস, সীসা, নিকেল, দস্তা, সোনা, টিন, লোহা, তামা, ইউরেনিয়াম, ফসফেট এবং বক্সাইট।
১৬।	রপ্তানী	ঃ তেল, পেট্রোরসায়ন দ্রব্য, সার, ধাতব, গম, সিমেন্ট, নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য। ১৯৮৭ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ২৭.৭৮৯ বিলিয়ন সউদী রিয়াল।
১৭।	আমদানী	ঃ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, গৃহস্থালী তৈজসপত্র, তৈরী পোষাক, মসলা, সিল্ক দ্রব্য, ছুরি, কাঁটা চামচ, নকল গয়নাপত্র।
১৮।	প্রধান শহরসমূহ	ঃ মক্কা, মদীনা, তায়েফ, দাহরান।
১৯।	প্রধান বন্দর নগরীসমূহ	ঃ জেদ্দা, দাম্মাম, ইয়ানবু, জুবাইল, যিজান।
২০।	প্রধান বিমান বন্দরসমূহ	ঃ বাদশাহ আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (জেদ্দা), বাদশাহ খালেদ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (রিয়াদ), দাহরান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (দাহরান)।
২১।	টেলিফোন	ঃ ১৪ লাখ ৫০ হাজার।
২২।	রেডিও স্টেশন	ঃ ১৭টি
২৩।	টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র	ঃ ৯০টি
২৪।	রেলওয়ে	ঃ ৬০০ কিলোমিটার। বার্ষিক যাত্রী চলাচল ৪ লাখ। বার্ষিক পণ্য পরিবহণ-২০ লাখ টন।
২৫।	সড়ক	ঃ ৯৫,৩৪৮ কিলোমিটার। (পাকা ৩১ হাজার কিলোমিটার)।
২৬।	বাঁধ	ঃ ৩৭ কোটি ১০ লাখ ঘন মিটার পানি সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৬০টি বাঁধ।
২৭।	লবণ বিযুক্তকরণ প্রকল্প	ঃ প্রতিদিন ১৬ লাখ ঘন মিটার বিশুদ্ধ খাবার পানি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ২১টি লবণ বিযুক্তকরণ প্রকল্প রয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ আনুমানিক ৩৬,০০০ বিলিয়ন ঘন মিটার।

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ

সৌদী আরব নিরক্ষতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষার সমস্যা দূরীকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সর্বাধিক দৃষ্টি দিয়েছে। জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য বয়স্কদের শিক্ষাকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

পবিত্র মসজিদসমূহের খাদেম বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজিজ সংক্ষিপ্ততম সময়ে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত সমাজ গঠনের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষাই মুল চাবিকাঠি। অধিকতর সমৃদ্ধি ও প্রগতি অর্জনের জন্য এটাই একমাত্র উপায়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'আমাদের ধর্ম ইসলামে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস শিক্ষাকে জেহাদের পর্যায়ে বিবেচনা করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করা সত্ত্বেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ সেদিনের প্রতি যেদিন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা সকল বয়সের লোকের মাঝে শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

২০ সালা পরিকল্পনা ঃ সৌদী সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা দুর করার জন্য বিশ বছর (১৩৯৫হিঃ-১৪১৫হিঃ) মেয়াদী একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বয়স্কদের শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে সরকারের ব্যাপক প্রয়াসের সুফল সারা দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নিরক্ষরতার সমস্যা এবং সমাজে তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে শিক্ষার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

সরকারের এই প্রচেষ্টার প্রতি জনগণ ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা সমগ্র দেশে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এক হিসেব অনুযায়ী ৭০ হাজারেরও বেশী লোক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নাম লিখিয়েছে।

ব্যাপক প্রচেষ্টা ঃ শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়াও অপরাপর সরকারী প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যেমন গার্লস এডুকেশান সংক্রান্ত জেনারেল প্রেসিডেন্সী, ন্যাশনাল গার্ড, বেসামরিক বিমান চলাচল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এইসব প্রতিষ্ঠান সমাজে নিরক্ষরতার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গার্লস এডুকেশন সংক্রান্ত জেনারেল প্রেসিডেন্সী সারা দেশে ১৫৬০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে। এ গুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৭৩ হাজার। ন্যাশনাল গার্ড ৭০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৫ হাজার লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করছে। এছাড়া প্রতিরক্ষা ও বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের ৬৫ টি স্কুলে ১১ হাজার ৪ শত বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত সব কয়টি বিভাগ নিরক্ষরতা দূরীকরণের

ক্রাউন প্রিন্স

জন্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা শিক্ষকদের উৎসাহ দিচ্ছে এবং সকল নাগরিকদের বিনা খরচে শিক্ষাদানের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। বিনা খরচে শিক্ষা সৌদী আরবের শিক্ষা নীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

গ্রীষ্মকালীন কোর্স ঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র শহর ও নগরীতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। গ্রীষ্মকালে বেদুঈনরা যেখানে সমবেত হয় সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অনন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ১৩৮৭ হিজরী থেকে গ্রীষ্মকালীন কোর্স চালু করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে যতগুলো আরব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সৌদী আরব সবগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এ বিষয় সম্পর্কিত সকল সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে সৌদী আরব অংশ গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠক্রম ও বই-এর ব্যাপারে সৌদী আরব অন্যান্য আরব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে খুবই আগ্রহী। বয়স্কদের স্কুলে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সৌদী আরবে বসবাসরত বাইরের লোকদেরও সুযোগ দেয়া হয়।

আরব স্বাক্ষরতা দিবস ঃ সৌদী আরব

৫-এর পাতায় দেখুন

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

৩-এর পাতার পর

অন্যান্য আরব দেশের সঙ্গে ৯ই জানুয়ারী 'আরব স্বাক্ষরতা দিবস' পালন করেছে।

এর লক্ষ্য ছিল দিনটি পালনের তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা। বালক ও বালিকাদের শিক্ষা প্রশাসনের সকল শাখা দিনটি উদযাপনে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করেছে। উদযাপনের অংশ হিসেবে তারা জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য এবং নিরক্ষরতার ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের অবহিত করার জন্য অনেকগুলো পুস্তিকা এবং বুলেটিন প্রকাশ করছে।